দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

(৫)

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবহেলিত নারী শিক্ষা

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার শিক্ষা-খাতকে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে পল্লী অঞ্চলের নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ঘোষণা করেছেন। নিঃসন্দেহে এটা একটি বাস্তবমুখী পদ-ক্ষেপ। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার পল্লী অঞ্চলে স্কুলগুলোকে ভর্তুকি প্রদান করছেন। কিন্তু এ ভর্তুকি স্কুলগুলোর চাহিদা বা ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে খুবই অপ্রতুল। ফলে বালিকা বিদ্যালয়গুলো আর্থিকভাবে অধিক ক্ষতি-গ্রস্থ হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পূর্ণ ভর্তুকিও দিচ্ছে না, আবার ছাত্রীদের কাছ থেকে বিদ্যালয়গুলো বেতনও নিতে পারছে না। ফলে বিশেষ করে বালিকা বিদ্যালয়গুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ছে। ছাত্রীবেতন মওকুফের ফলে পল্লী অঞ্চলের মেয়েদের শিক্ষার কিছু প্রসার ঘটলেও বালিকা বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের প্রতি সরকারের দারুণ অনীহা পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৭টি থানায় বর্তমানে ৭টি বিদ্যালয় সরকারের ফ্যাসি-লিটিজ বিভাগ কর্তৃক উন্নয়নের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ৭টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭টিই বালক বিদ্যালয়, একটিও বালিকা বিদ্যালয় নেই। যেখানে বালিকা বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্থান সংকুলান করতে পারছে না এবং অর্থাভাবে শ্রেণীকক্ষও নির্মাণ করতে পারছে না সেখানে যাদের শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন নেই এমন বালক স্কুলকেও উন্নয়ন স্কীমভুক্ত করা হয়েছে। যেখানে দেশের ৫০% নারী এবং তাদের উন্নয়নের জন্য সরকার বদ্ধপরিকর সেখানে নারী শিক্ষা তথা বালিকা বিদ্যালয়গুলোর উন্নয়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরেরও এত অনীহার কারণ কি?

অতএব, আমাদের আবেদন এই যে, যে কয়টি বিদ্যালয় উন্নয়ন স্কীমভুক্ত করা হবে তার মধ্যে ৫০% হবে বালিকা বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়গুলো নির্বাচন করতে হবে বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা, প্রাচীনতা ও ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে। উল্লেখিত বিষয়টি বিবেচনা ও ভেবে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ ও সংসদীয় শিক্ষা কমিটিকে বিনীত অনুরোধ করছি।

আবদুল কাদির
প্রধান শিক্ষক,
ইচ্ছাময়ী পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।